তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৬৩

**পল্লী ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচি বেগবান করা হচ্ছে**

 **--সমাজকল্যাণমন্ত্রী**

ঢাকা**,** ২৯ মাঘ **(** ১২ ফেব্রুয়ারি **) :**

সমাজকল্যাণমন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, পল্লী ক্ষুদ্রঋণ গরীব মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হবে। পল্লী ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বেগবান করা হচ্ছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর আগারগাঁওস্থ সমাজসেবা অধিদফতর মিলনায়তনে সমাজসেবা অধিদফতরের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের অন্তরায়সমূহ এবং তা নিরসনের উপায় শীর্ষক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনে পল্লী ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু করেন। ১৯৭৫ সালের পর যে সরকারগুলো ক্ষমতায় এসেছিল, তারা নিজেদের আখের গোছানোয় ব্যস্ত ছিলো। জনগণের জন্য কল্যাণকর কিছুই তারা করেনি। সে সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান ক্ষুদ্রঋণের নামে উচ্চ সুদে গরীব মানুষকে শোষণ করেছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর সমাজসেবা অধিদফতরের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ করেছেন। ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণে নতুন গতির সঞ্চার হয়েছে। এ কর্মসূচি হবে দারিদ্র্য দূরীকরণের হাতিয়ার।

সমাজসেবা অধিদফতরের মহাপরিচালক ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন।

#

জাকির/এনায়েত/শামীম/২০২৩/২২৩৫ঘণ্টা

Handout Number : 562

**Foreign Minister Momen discusses bilateral cooperation with the**

**Gambian Foreign Minister, agrees on cooperation framework on peacekeeping**

Dhaka, 12 February :

 Foreign Minster Dr. A K Abdul Momen and Dr. Mamadou Tangara, Minister of Foreign Affairs, International Cooperation and Gambians Abroad of the Republic of The Gambia met today at the State Guest House Jamuna to discuss bilateral relations and cooperation framework on peacekeeping.

 The Gambian Foreign Minister is leading a six-members high level delegation including the Gambian Defence Minister on an official visit to Bangladesh. The senior officials of the Bangladesh Foreign Office also attended the meeting. The visiting Foreign Minister earlier had courtesy meetings with the Prime Minister Sheikh Hasina,  the Commerce Minister Tipu Munshi, and Chief of Army Staff General SM Shafiuddin Ahmed. The high-level delegation visited Rohingya Camps in Cox’s Bazar during the last weekend. The Gambian Foreign Minister also paid a visit to the Liberation War Museum today.

 Foreign Minister Momen thanked the Gambian Minister for espousing the accountability and justice matters related to the genocide perpetrated by Myanmar against the forcibly displaced Myanmar nationals. He also appreciated the continued engagement of The Gambia with the legal team in the case on Rohingya in the International Court of Justice. The Gambian Foreign Minister Tangara assured of continuing mutual collaboration in working together closely to call for a sustainable solution to the Rohingya crisis, including their safe, dignified and voluntary return to Myanmar.

 The meeting called for an acceleration of the ongoing processes of justice and accountability to address the human rights violation against the Rohingya people in Myanmar.

 The two ministers committed to further strengthen the long-standing friendly and brotherly relations between the two countries and work towards maintaining peace, justice in the global arena. Both the ministers agreed to forge cooperation in potential areas including education, agriculture, IT & ICT, trade & investment and people-to-people contacts.

 The meeting highlighted the importance of increased dialogue, enhanced economic, political and security cooperation in matters of mutual interest for Bangladesh and The Gambia. During the meeting, the two Ministers also discussed south south cooperation in the context of multilateral framework, close cooperation in agriculture between two countries and global scenario due to Ukraine crisis.

 After the meeting, the Foreign Ministers signed a joint declaration agreeing on, among other issues, the co-deployment of the Bangladeshi and the Gambian armed forces at the UN peacekeeping missions. Earlier in a meeting at the Armed Forces Division, both sides discussed the modalities of such co-deployment.

 The Gambian Foreign Minister who is visiting Bangladesh as Special Envoy of the President of The Gambia, to Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina delivered a lecture on the foreign policy of The Gambia at the Foreign Service Academy (FSA) as part of Bangabandhu Lecture Series today.

#

Mohsin/Enayet/Sanjib/Mahmud/Joynul/2023/2135hour

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৬০

**রাষ্ট্রপতি পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন লাভ**

**করায় মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর অভিনন্দন**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন লাভ করায় মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ।

 আজ এক অভিনন্দন বার্তায় প্রতিমন্ত্রী বলেন, রাষ্ট্রপতি পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিনের মনোনয়ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শিতা, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতার পরিচায়ক। বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন মাঠের রাজনীতি করেছেন, রাজনীতি করতে গিয়ে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়েছেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছেন এবং এ কারণে কারাবরণও করেছেন। সবমিলিয়ে তিনি একজন পরীক্ষিত নেতা ও অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। প্রতিমন্ত্রী এসময় দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়ে দেশ ও জাতিকে সঠিক পথে পরিচালিত করবেন বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

 উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ১৯৪৯ সালে পাবনায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় একজন আইনজীবী। এর আগে তিনি জেলা সিনিয়র দায়রা জজ এবং দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। মহান মুক্তিযুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণকারী মোহাম্মদ সাহাবুদ্দিন ১৯৭১ সালে পাবনা জেলার স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক ছিলেন। বঙ্গবন্ধু হত্যার পর তিনি দীর্ঘ তিন বছর কারাগারে বন্দি ছিলেন।

#

ফয়সল/সিরাজ/এনায়েত/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০২০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫৫৯

**টিলা কাটলে পরিবেশ বিপর্যয়, টিলা কাটা বন্ধ করতে হবে**

 **---পরিবেশমন্ত্রী**

বড়লেখা (মৌলভীবাজার), ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিন বলেছেন, টিলা কাটলে পরিবেশের বিপর্যয় হবে। তাই টিলা কর্তনকারীদের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। টিলা কাটা বন্ধে বর্তমান সরকার আইন করেছে। তাই কোনোভাবে টিলা কাটা যাবে না। যারা টিলা কাটবে তাদের জেল-জরিমানা হবে। পরিবেশের বিপর্যয়ের কারণে বিশ্বে নানারকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ বেড়ে যাচ্ছে।

মন্ত্রী আজ মৌলভীবাজারে বড়লেখা উপজেলার কাঠালতলী উচ্চ বিদ্যালয়ের আনুভূমিক ও ঊর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত দুইতলা একাডেমিক ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে মন্ত্রী বলেন, পরীক্ষায় শুধু গোল্ডেন এ প্লাস পেলে হবে না। মুখস্তবিদ্যা অর্জন করে কোনো লাভ হবে না। তোমাদের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হবে। যে শিক্ষায় একজন মানুষ নিজে আলোকিত হতে পারে, তার পরিবারকে আলোকিত করতে পারে। বর্তমান সময়ে শিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো বলেন, সরকার বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের বই দিচ্ছে, উপবৃত্তি দিচ্ছে। সরকার শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বেতনও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান ও মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুহাম্মদ সিরাজ উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বড়লেখা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সোয়েব আহমদ, ইউএনও সুনজিত কুমার চন্দ, উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম সুন্দর, বড়লেখা পৌরসভার মেয়র আবুল ইমাম মোঃ কামরান চৌধুরী, সাবেক ভাইস চেয়ারম্যান বিবেকানন্দ দাস নান্টু এবং বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক লুৎফর রহমান।

এর আগে পরিবেশমন্ত্রী বড়লেখায় ৪০০ বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে কম্বল বিতরণ করেন। মানবিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণলায় কম্বলগুলো বরাদ্দ দিয়েছে।

**#**

দীপংকর/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস /২০২৩/১৯১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৮

**১৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও ২টি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক-২০২৩ প্রদানের সিদ্ধান্ত**

ঢাকা**,** ২৯ মাঘ **(** ১২ ফেব্রুয়ারি **) :**

সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ দেশের ১৯ জন বিশিষ্ট নাগরিক ও ২টি প্রতিষ্ঠানকে একুশে পদক-২০২৩ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও প্রতিষ্ঠানের নাম হলো:

ভাষা আন্দোলনে খালেদা মনযুর-ই-খুদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ কে এম শামসুল হক (মরণোত্তর) ও হাজী মোঃ মজিবর রহমান; শিল্পকলা (অভিনয়)-এ মাসুদ আলী খান ও শিমূল ইউসুফ; শিল্পকলা (সংগীত)-এ মনোরঞ্জন ঘোষাল, গাজী আব্দুল হাকিম ও ফজল-এ-খোদা (মরণোত্তর); শিল্পকলা (আবৃত্তি)-এ জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়; শিল্পকলায় নওয়াজীশ আলী খান; শিল্পকলা (চিত্রকলা)-য় কনক চাঁপা চাকমা; মুক্তিযুদ্ধে মমতাজ উদ্দীন (মরণোত্তর); সাংবাদিকতায় মোঃ শাহ আলমগীর (মরণোত্তর); গবেষণায় ড. মোঃ আবদুল মজিদ; শিক্ষায় প্রফেসর ড. মযহারুল ইসলাম (মরণোত্তর) ও বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর; সমাজসেবায় বিদ্যানন্দ ফাউন্ডেশন ও মোঃ সাইদুল হক; রাজনীতিতে এড. মঞ্জুরুল ইমাম (মরণোত্তর) ও আক্তার উদ্দিন মিয়া (মরণোত্তর) এবং ভাষা ও সাহিত্যে ড. মনিরুজ্জামান।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় প্রেরিত আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

#

বাবুল/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহ্‌মুদ/শামীম/২০২৩/১৮০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫৫৭

অসাধারণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি মনোনয়ন দিয়েছে আওয়ামী লীগ

**গণতন্ত্রের প্রতি অশ্রদ্ধাই বিএনপির অনাগ্রহের কারণ**

 **---তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

‘বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সংসদীয় দলনেতা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তাঁর দল একজন অসাধারণ ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন দিয়েছে’ বলেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ।

আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট মোঃ সাহাবুদ্দিন মাঠের রাজনীতি করেছেন। রাজনীতি করতে গিয়ে তিনি ঝুঁকি নিয়েছেন, বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছেন। যিনি মুক্তিযোদ্ধা, যার মধ্যে ভদ্রতা, নম্রতা একইসাথে রাজনৈতিক প্রজ্ঞা সব কিছুরই সমন্বয় আছে। আর এ বিষয়ে বিএনপির অনাগ্রহের কারণ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের অশ্রদ্ধা।’

রাষ্ট্রপতি পদে আওয়ামী লীগের পক্ষে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রস্তাবিত ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্মুদ সমর্থিত মোঃ সাহাবুদ্দিনের মনোনয়নপত্র এ দিন নির্বাচন কমিশনে দাখিলের পর দুপুরে সচিবালয়ে বাংলাদেশ সংবাদপত্র পরিষদ-বিএসপি নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন তথ্যমন্ত্রী। সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন তিনি। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ হুমায়ুন কবীর খোন্দকার, বিএসপি সভাপতি মোঃ মোজাফফর হোসেন পল্টু ও সাধারণ সম্পাদক এম জি কিবরিয়া চৌধুরী বৈঠকে বক্তব্য দেন।

‘অ্যাডভোকেট মোঃ সাহাবুদ্দিন একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা, সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন’ উল্লেখ করে সম্প্রচারমন্ত্রী হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ পাবনা টাউন হল ময়দানে স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলনকারীদের অন্যতম ছিলেন মোঃ সাহাবুদ্দিন। ১৯৬৭-৬৮ সালে তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক, ১৯৬৯-৭০ সালে পাবনা জেলা ছাত্রলীগের সহসভাপতি, ১৯৭০-৭৩ সালে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি এবং ১৯৭৪-৭৫ সালে জেলা যুবলীগের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ করেছিলেন, দুষ্কৃতকারীদের বিরুদ্ধে মিছিল করেছিলেন এবং সেই অপরাধে ২০ আগস্ট অ্যাডভোকেট সাহাবুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং ৩ বছরের বেশি সময় তিনি কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন। কারামুক্তির পর তিনি ১৯৮০ সালে পাবনা জেলা আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন।’

‘এরপর অ্যাডভোকেট সাহাবুদ্দিন বিসিএস জুডিসিয়াল ক্যাডারে যোগদান করেন এবং ১৯৯৫-৯৬ সালে তিনি জুডিসিয়াল সার্ভিস এসোসিয়েশনের কেন্দ্রীয় মহাসচিব নির্বাচিত হন’ জানিয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘সিনিয়র জজ হিসেবে অবসরের পর তাঁকে প্রধানমন্ত্রী দুর্নীতি দমন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেন এবং সেই দায়িত্ব পালনকালে পদ্মা সেতুতে দুর্নীতির অভিযোগ যে অসত্য সেটি তুলে ধরতে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। আপনারা জানেন, পদ্মা সেতুতে যে কোনো দুর্নীতি হয়নি সেটি কানাডার আদালতে প্রমাণিত হয়েছে।’

চলমান পাতা-২

পাতা-২

‘বিএনপি নেতাদের রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই’ এ বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘বিএনপির তো দেশটা নিয়েই কোনো আগ্রহ নেই। তাদের সমস্ত আগ্রহের মূল কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে তারেক রহমান এবং বেগম খালেদা জিয়া। দেখুন কীভাবে শাস্তিপ্রাপ্ত আসামি তারেক রহমানকে তারা তাদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান বানিয়েছে এবং বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনার স্বপ্ন দেখে! আমরাও চাই তিনি ফিরে আসুক, শাস্তির মুখোমুখি হোক, বিচার কাজের মুখোমুখি হোক। আর বেগম খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য -এ নিয়ে তাদের সমস্ত আগ্রহ। জনগণ বা দেশ নিয়ে তো তাদের কোনো আগ্রহ নেই।’

মন্ত্রী আরো বলেন, ‘আসলে গণতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি অশ্রদ্ধাশীল বিধায় বিএনপি এ ধরনের কথা বলতে পারে যে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কোনো আগ্রহ নেই। এর অর্থ হচ্ছে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ নেই।’

বিএনপির পদযাত্রায় নানা সংঘর্ষ নিয়ে প্রশ্নে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাছান মাহ্মুদ বলেন, ‘বিএনপি তো সারা দেশে সংঘর্ষ ছড়িয়ে দেওয়া এবং বিশৃঙ্খলা তৈরির অসৎ উদ্দেশ্যেই ইউনিয়ন পর্যায়ে পদযাত্রার কর্মসূচি নিয়েছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সতর্ক পাহারায় ছিলো, শান্তি সমাবেশ করেছে, সে জন্য তারা সারা দেশে যেভাবে বিশৃঙ্খলা করতে চেয়েছিল তা পারেনি। এরপরও বিভিন্ন জায়গায় অস্ত্র উঁচিয়ে তাদের অগ্নিসন্ত্রাসীরা সেই সব সমাবেশে যোগ দিয়েছে। বাংলাদেশের মানুষ আর তাদেরকে ২০১৩-১৪-১৫ সালের মতো সেই পরিস্থিতি তৈরির সুযোগ দেবে না।’

এর আগে বিএসপির সাথে বৈঠকে মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সরকার গণমাধ্যমবান্ধব সরকার। শেখ হাসিনা গণমাধ্যমবান্ধব প্রধানমন্ত্রী। সে কারণেই বাংলাদেশে গত ১৪ বছরে গণমাধ্যমের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে। সাড়ে চারশত থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১২শত ৬০টি দৈনিক পত্রিকা হয়েছে, অনলাইন গণমাধ্যমের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটেছে, একইসাথে টেলিভিশনের সংখ্যা ১০টি থেকে এখন ৩৬টি সম্প্রচারে আছে। এফএম এবং কমিউনিটি রেডিওগুলোও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে লাইসেন্স পেয়েছে।’

সভায় বিএসপি নেতৃবৃন্দ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ক্রোড়পত্রগুলোর বকেয়া বিল পরিশোধের ব্যবস্থা নেওয়া, জাতীয়, আঞ্চলিক ও স্থানীয় দৈনিকে নীতিমালা অনুযায়ী ক্রোড়পত্র প্রদান, মিডিয়া তালিকাভুক্ত সংবাদপত্রসমূহে সুষ্ঠু বিজ্ঞাপন বণ্টন ব্যবস্থাপনা কার্যকর করা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীন বিভিন্ন কমিটিতে বিএসপি প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করাসহ ১৫টি দাবি-দাওয়া উপস্থাপন করেন। মন্ত্রী দাবি-দাওয়াগুলো পর্যালোচনার আশ্বাস দেন।

বিএসপি’র সহ-সভাপতি অধ্যাপক রফিক উল্লাহ সিকদার, মো. আতিকুর রহমান চৌধুরী, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শেখ মঞ্জুর বারী মঞ্জু, চৌধুরী আতাউর রহমান, এবিএম সেলিম আহমেদ, কাজী আনোয়ার আমাল, ফরিদ আহাম্মেদ বাঙালি, কোষাধ্যক্ষ মফিজুর রহমান খান (বাবু), সাংগঠনিক সম্পাদক জসিম উদ্দিন, দপ্তর ও কল্যাণ সম্পাদক মোরশেদ মজুমদার এবং সদস্যদের মধ্যে এম এ জলিল, অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, মোহাম্মদ আরেফিন, এডভোকেট মনোয়ার হোসেন, রুমাজ্জল হোসেন রুবেল, রবিউল ইসলাম রুবেল, মো: তাজুল ইসলাম, এম এ এস ইমন, নুরুন নাহার রীতা ও অশোক ধর এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

**#**

আকরাম/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস /২০২৩/১৮৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫৫৬

**মাদক থেকে তরুণ প্রজন্মকে দূরে রাখতে হবে**

 **---সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ বলেছেন, মাদক থেকে তরুণ প্রজন্মকে দূরে রাখতে হবে। তামাকজাত পণ্য জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে।

মন্ত্রী আজ রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সংসদীয় ফোরাম ‘ন্যাশনাল পার্লামেন্টারি ফোরাম ফর হেলথ এন্ড ওয়েল বিয়িং’ এর আয়োজনে তামাক নিয়ন্ত্রণে জাতীয় পরামর্শক সভায় (ন্যাশনাল এডভোকেসি মিটিং টু প্রমোট টোব্যাকো কন্ট্রোল ইন বাংলাদেশ) প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, দেশের কাঙ্খিত উন্নয়নে নতুন প্রজন্মকে সুস্থ ও সবল হতে হবে। তামাকজাত পণ্যের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে অন্তরায়। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ধূমপান জনস্বাস্থ্যের জন্য হুমকি। কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যেন ধূমপান ও মাদকদ্রব্য থেকে দূরে থাকে সে বিষয়ে শিক্ষক, অভিভাবকসহ সমাজের সকল শ্রেণির মানুষকে সচেতন থাকতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গঠনে তামাক চাষে ব্যবহৃত জমিতে বিকল্প কৃষিপণ্যের চাষাবাদ বাড়াতে হবে।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সংসদীয় ফোরামের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ডা. হাবিবে মিল্লাত এমপি।

**#**

জাকির/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৯৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫৫

**আইনমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আইনজীবীরা আদালতে ফিরছেন**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হকের সঙ্গে ফলপ্রসূ বৈঠকের পর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আইনজীবীরা আদালতে ফিরে যেতে সম্মত হয়েছেন। আইনমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেছেন, আইনজীবীরা কর্মবিরতি প্রত্যাহার করে সোমবার থেকেই আদালতে ফিরবেন এবং আগের মতোই সকল আদালতে মামলা পরিচালনায় অংশ নিয়ে বিচারপ্রার্থী জনগণের ন্যায়বিচারপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করবেন।

 আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সার্কিট হাউজে এই বৈঠক শুরু হয়। বৈঠকে অংশ নেন জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী এমপি, আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মো. গোলাম সারোয়ার, জেলা জজ শারমিন নিগার, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-৩ এর বিচারক রবিউল হাসান, জেলা প্রশাসক মোঃ শাহগীর আলম, পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শাখাওয়াত হোসেন, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি তানভীর ভূঞা, সদ্য বিদায়ি সাধারণ সম্পাদক মফিজুর রহমান, সাবেক সভাপতি শফিউল আলম ও নাজমুল হোসেনসহ অন্য বিচারক এবং আইনজীবীরা।

 এরপর মন্ত্রী ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রেস ক্লাব আয়োজিত অনুষ্ঠানে অংশ নেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি তানভীর ভূঞা সাংবাদিকদের বলেছেন, ‘বিচারপ্রার্থীরা ভোগান্তিতে আছেন। তাই সমস্যার সমাধান হবে। আমরা আদালতে ফিরে যাব। আমাদের একটি ভবন নির্মাণ করে দেবেন বলে জানিয়েছেন মন্ত্রী। আদালত চত্বরে রেইনশেড নির্মাণ করা হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।’

#

রেজাউল/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/জয়নুল/২০২৩/২০১৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                         নম্বর : ৫৫৪

 **সাংবাদিকগণ জাতির বিবেক**

 **---সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদ বলেছেন, জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান হচ্ছেন বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আর জাতি গড়ার কারিগর হচ্ছেন শিক্ষকগণ। তেমনিভাবে জাতির বিবেক হচ্ছেন সাংবাদিকগণ। বর্তমান সরকার জনগণের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। সমৃদ্ধির পথে দেশকে এগিয়ে নিতে জনগণকে সচেতন করার দায়িত্ব গণমাধ্যম ও সাংবাদিকদের ওপর বর্তায়। মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি হিসেবে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা এ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস।

প্রতিমন্ত্রী আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাব মিলনায়তনে জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, সাংবাদিকগণ মূলধারার সংবাদের পাশাপাশি দেশের শিল্প, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সংবাদ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেন। সেজন্য তাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। এটা সংস্কৃতির প্রতি তাদের ভালোবাসার নিদর্শন বলে আমি মনে করি। তিনি বলেন, প্রতিদিন সংস্কৃতি সংক্রান্ত প্রকাশিত সংবাদসমূহ নিউজপেপার ক্লিপিংস আকারে আমার টেবিলে উপস্থাপন করা হয়। তার প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় ইস্যুগুলোতে আমি তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্রহণ করি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, স্বাধীনতার সপক্ষের শক্তিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিতে হবে। আওয়ামী লীগ ছাড়া স্বাধীনতার সপক্ষের বড় কোনো শক্তি নেই। অন্যদিকে বিএনপি এমন একটি রাজনৈতিক দল যেটি স্বাধীনতা বিরোধীদের আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে। প্রতিমন্ত্রী এসময় জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার ৪২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। একইসঙ্গে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে সাংবাদিকদের সচেতন ও সজাগ থাকার আহ্বান জানান।

জাতীয় সাংবাদিক সংস্থার চেয়ারম্যান লায়ন মোঃ নূর ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন সংসদ সদস্য আহমেদ ফিরোজ কবির। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করেন জাতীয় প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও দৈনিক ভোরের কাগজের সম্পাদক শ্যামল দত্ত। শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন ফার্মাসিউটিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সফিক রহমান ও বিশিষ্ট সাংবাদিক লিয়াকত আলী খান।

**#**

ফয়সল/সিরাজ/সঞ্জীব/মাহমুদ/আব্বাস /২০২৩/১৮২৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                            নম্বর : ৫৫৩

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

          স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শনিবার সকাল ৮টা থেকে আজ রবিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৬ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার শূন্য দশমিক ২৮ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ১৩৩ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৪৪ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ১৯ লাখ ৯৭ হাজার ১৭১ জন।

**#**

কবীর/সিরাজ/আব্বাস /২০২৩/১৬৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫২

 **জলবায়ুসহনশীল ও উন্নত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের প্রস্তুত করতে হবে**

 **- কৃষিমন্ত্রী**

ময়মনসিংহ, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক বলেছেন, জমি হ্রাস, জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনসহ নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তাকে টেকসই করতে হলে জলবায়ুসহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল ফসলের জাত ও আধুনিক চাষাবাদ পদ্ধতি উদ্ভাবন করে কৃষকদের মাঝে তা দ্রুত ছড়িয়ে দিতে হবে। একইসঙ্গে কৃষিতে রোবোটিক্স, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইন্টারনেট অব থিংস, ড্রোন প্রভৃতির ব্যবহার এবং প্রিসিসন ও ভার্টিকাল এগ্রিকালচারে দক্ষতা বাড়াতে হবে। দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্রাজুয়েটদের এসব বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করে নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে হবে।

 আজ ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অষ্টম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

 রাষ্ট্রপতি এবং বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর মো. আবদুল হামিদের পক্ষে কৃষিমন্ত্রী এই সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন ও ডিগ্রি প্রদান করেন। অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক লুৎফুল হাসান।

 মন্ত্রী বলেন, আগামীতে টেকসই ও জলবায়ুসহনশীল কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের প্রস্তুত করতে দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মূল ভূমিকা পালন করতে হবে। সেজন্য, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কারিকুলামকেও উন্নত ও আধুনিক করতে হবে। নবীন কৃষিবিদদের সেভাবে যোগ্য করে গড়ে তুলতে শিক্ষকমণ্ডলীদের এগিয়ে আসতে হবে।

 মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের কৃষি ও কৃষকবান্ধবনীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ফলে চাল,গম,ভুট্টা, ফলমূল, শাকসবজি,  মাছ, মাংস, দুধ, ডিম উৎপাদনে অভাবনীয় সাফল্য অর্জিত হয়েছে৷ এখন অনেক ফসল উৎপাদনে বাংলাদেশ সর্বোচ্চ উৎপাদনকারী দেশের তালিকায় এক থেকে দশের মধ্যে আছে। বিগত ২০২১-২২ অর্থবছরে চালের উৎপাদন ৪ কোটি ৪ লাখ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে, যা সর্বকালের রেকর্ড অতিক্রম করেছে। কৃষি উৎপাদনে অর্জিত বিস্ময়কর সাফল্যের ফলেই দেশের মানুষ এখন পেট ভরে খেতে পায়। করোনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যুদ্ধসহ শত দুর্যোগের মাঝেও কেউ না খেয়ে থাকে না। বিগত ১৪ বছরে কোন খাদ্য সংকট হয়নি। কৃষিখাতে আজ যে অভাবনীয় সাফল্য দৃশ্যমান, এর পেছনে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন দেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ।

 এর আগে কৃষিমন্ত্রী চ্যান্সেলরের পক্ষে সমাবর্তন শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন এবং সমাবর্তনের উদ্বোধন করেন। সমাবর্তনে জুলাই ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি সম্পন্নকারী ছয় হাজারের বেশি শিক্ষার্থীকে ডিগ্রি প্রদান করা হয়। এদের মধ্যে ২২৪ জনকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়।

#

কামরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/সাঈদা/ইমা/২০২৩/১৫০৫ ঘন্টা

 **আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৫১

**বিশ্ব বেতার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

 রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ‘বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

 “বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও 'বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩’ উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। এ উপলক্ষ্যে আমি বাংলাদেশ বেতারের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিল্পী, কলাকুশলী ও শ্রোতামণ্ডলীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

 বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় গণমাধ্যম বেতার জনগণের কাছে তথ্য ও বিনোদন পৌঁছে দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে আসছে। বেতার প্রত্যন্ত ও দুর্গম প্রান্তে জরুরি বার্তা, নানামুখী সংবাদ ও অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠনেও সহায়ক ভূমিকা রাখে। সাধারণ মানুষের কাছে বেতার হতে পারে শান্তি ও স্থিতিশীলতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রেক্ষিতে বিশ্ব বেতার দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য 'বেতার ও শান্তি (Radio and Peace)' - বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

 বাংলাদেশ বেতার দেশের একটি ঐতিহ্যবাহী ও প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ বেতার ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রচারের মাধ্যমে জনমত গঠন ও মুক্তিযোদ্ধাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাংলাদেশ বেতার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, বাল্যবিবাহ ও নারী নির্যাতন রোধ, সন্ত্রাস, গুজব ও জঙ্গিবাদ প্রতিরোধ, ডেঙ্গু, করোনা মহামারি ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে সতর্কতা প্রদানসহ বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কার্যকর অবদান রাখছে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে জনগণকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রমকে আরো বেগবান করতে বাংলাদেশ বেতার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে- এ প্রত্যাশা করি।

 আমি ‘বিশ্ব বেতার দিবস ২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 জয় বাংলা।

 খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/সাঈদা/শামীম/২০২৩/১৪০৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী                                                                                                 নম্বর : ৫৫০

**শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের কর্মসূচি**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

প্রতিবছরের মতো এবারও ২১শে ফেব্রুয়ারিকে যথাযোগ্য মর্যাদায় ‘শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস’ হিসেবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী কে এম খালিদের সভাপতিত্বে শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন বিষয়ে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভায় সম্প্রতি এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ভবনসমূহে সঠিক নিয়মে, সঠিক রং ও মাপে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখা হবে। ভাষা শহিদদের স্মরণে দেশের সকল শহিদ মিনারে রাত ১২ টা ১ মিনিটে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পুষ্পস্তবক অর্পণের মধ্য দিয়ে ‍দিবসের সূচনা হবে। পূর্বের ঐতিহ্য বজায় রেখে সর্বস্তরের জনগণ যাতে শহিদ মিনারে উপস্থিত হয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে পারেন সেজন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হবে।

জাতীয় অনুষ্ঠানের সাথে সঙ্গতি রেখে যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, জেলা ও উপজেলা প্রশাসন, বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনসমূহ যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করবে। যে সকল উপজেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী রয়েছে সেখানে তাদেরকে একুশের অনুষ্ঠানমালায় সম্পৃক্ত করার জন্য সভা থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। ঐদিন রাজধানীর আজিমপুর কবরস্থানে ফাতেহা পাঠ ও কোরআনখানির আয়োজনসহ দেশের সকল উপাসনালয়ে ভাষা শহিদদের আত্মার শান্তি কামনায় প্রার্থনার আয়োজনের কর্মসূচির হাতে নেওয়া হয়েছে।

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আলোচনার মাধ্যমে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার এলাকায় কর্মসূচি প্রণয়ন ও চূড়ান্ত করবে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা এবং দিবসটি পালনে নিয়োজিত সকল প্রতিষ্ঠান ও সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

দিবসটিতে ঢাকা শহরের বিভিন্ন সড়কদ্বীপসমূহ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহে বাংলাসহ অন্যান্য ভাষার বর্ণমালা সম্বলিত ফেস্টুন দ্বারা সজ্জিত করা হবে। একুশের বিশেষ অনুষ্ঠানমালা সম্প্রচার এবং ভাষা শহিদদের সঠিক নাম উচ্চারণ, শহিদ দিবসের ভাবগাম্ভীর্য রক্ষা, শহিদ মিনারের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, সুশৃঙ্খলভাবে শহিদ মিনারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণসহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমসমূহে প্রচারণা চলবে। সংবাদপত্রসমূহে ক্রোড়পত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুর অবদানের বিষয়টি বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হবে।

বাংলাদেশ মিশনসমূহ স্থানীয় শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রীর বাণী পাঠ, বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক এবং বাঙালি অভিবাসীদের অংশগ্রহণে বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন বিষয়ক আলোচনা সভা, পুস্তক ‍ও চিত্র প্রদর্শনীসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করবে।

এ দিবসে গণযোগাযোগ অধিদপ্তর ঢাকা মহানগরীতে ট্রাকের মাধ্যমে রাজপথে এবং নৌযানের সাহায্যে ঢাকা শহরসংলগ্ন নৌপথে ভ্রাম্যমাণ সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজনসহ জেলা-উপজেলায় ভ্রাম্যমাণ চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর তিন ধরনের পোস্টার মুদ্রণ করবে।

#

ফয়সল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/আসমা/২০২৩/১২০০ ঘণ্টা

Handout Number : 549

**Bangladesh and Botswana agree to work in three sectors**

Dhaka, 12 February :

Bangladesh and Botswana agreed to exchange technical knowledge and training in agriculture, fisheries and aqua-culture areas. The decision came out during a bilateral meeting between State Minister for Foreign Affairs Md. Shahriar Alam and Botswana Minister of Agriculture Fidelis M. Malao in Gaborone on Friday. Both sides also hoped to identify potential areas of cooperation in agriculture, livestock and fisheries areas.

State Minister Shahriar Alam appraised the Botswana side about the remarkable achievements of Bangladesh in the agriculture sector during the last decade. Highlighting Bangladesh’s ability of huge production of food staples, vegetables, fisheries, poultry and livestock in its small amount of land, the State Minister proposed them to consider contract farming by the Bangladeshi entrepreneurs in the unutilized agricultural land of Botswana.

Botswana Minister expressed keen interest for concluding the MoU on cooperation in agriculture and contract farming between Bangladesh and Botswana. Underlining the need for establishing contacts between the agricultural experts and producers of the two countries Malao invited an agricultural expert delegation from Bangladesh to visit his country.

Shahriar Alam also met the academics of the Botswana University of Agriculture and Natural Resources at the university campus. The university authority opined that both sides may exchange knowledge in horticulture, food security, nutrition and veterinary areas. They agreed to sign an MoU on cooperation in agriculture and livestock areas and to exchange visits of agricultural experts.

The State Minister also joined an exchange of opinion meeting organized by the Bangladesh Association in Botswana. He highlighted the tremendous achievements of Bangladesh under the able leadership of Prime Minister Sheikh Hasina. He advised the Bangladesh community members to continue their valuable contribution to Bangladesh and Botswana as well.

The State Minister was accompanied by the High Commissioner of Bangladesh to South Africa and officials of the Ministry of Foreign Affairs. The State Minister for Foreign Affairs Md Shahriar Alam is on a two-day official bilateral visit to Botswana.

#

Mohsin/Mehedi/Parikshit/Shammi/Shamim/2023/1500 hours

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৮

**কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদ দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ ‘কৃষিবিদ দিবস- ২০২৩’ উদযাপন উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছে জেনে আমি আনন্দিত। কৃষিবিদ দিবসে আমি দেশের সকল কৃষিবিদ, কৃষক এবং কৃষি সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদের চাকুরি প্রথম শ্রেণির মর্যাদা প্রদান করেন প্রেক্ষিতে ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদ দিবস উদযাপন তাৎপর্যপূর্ণ। জাতির পিতার এ ঘোষণাটি ছিল এদেশের কৃষি, কৃষক ও কৃষিবিদের জন্য ঐতিহাসিক মাইলফলক। ফলে অধিকতর মেধাবী শিক্ষার্থীরা কৃষিশিক্ষা গ্রহণে আগ্রহী হন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন- “দেশে কৃষি বিপ্লব সাধনের জন্য কৃষকদের কাজ করে যেতে হবে। বাংলাদেশে এক ইঞ্চি জমিও অনাবাদি রাখা হবে না। জনগণের ঐক্যবদ্ধ কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টার মাধ্যমেই দেশের বিধ্বস্ত অর্থনীতির দ্রুত পুনর্গঠনের নিশ্চয়তা বিধান করা যাবে"। পাকিস্তান শাসনামলে দায়েরকৃত ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের অব্যাহতি দেন এবং সুদসহ ঋণ মওকুফ করেন। পরিবার প্রতি জমির মালিকানার ঊর্ধ্বসীমা ১০০ বিঘা নির্ধারণ করে উদ্বৃত্ত জমি খাস করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফ করেন। তিনি ১৯৭২ সালে ১০০টি খাদ্য গুদাম নির্মাণ করেন। সকল কৃষি জমি সমবায়ের অধীনে একীভূত করে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে ফসল উৎপাদন ৫ গুণ বাড়ানোর পরিকল্পনা করেন।

আওয়ামী লীগ সরকার ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে সরকার পরিচালনা করে মানুষের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা কৃষিবান্ধব নীতি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। করোনা মহামারী মোকবিলা করে অর্থনীতির চাকা স্বাভাবিক হতে না হতেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশকেও বিভিন্নমুখী সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে নির্দিষ্ট কয়েকটি কৃষি পণ্য ছাড়া অধিকাংশই আমদানি করতে হয়। এ অবস্থায় অন্তত কৃষি পণ্য যেন আমদানি না করতে হয় সেজন্য জনগণকে সর্বস্তরে সাশ্রয়ী হতে হবে এবং দেশে আবাদযোগ্য এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে সে ব্যাপারে আমাদের উদ্যোগ নিতে হবে। প্রতি ইঞ্চি জমির উপযোগিতা অনুযায়ী উৎপাদন নিশ্চিত করতে কৃষিকাজের সঙ্গে সম্পর্কিত সকলকে উদ্বুদ্ধ করতে কৃষিবিদগণকে আরও বেশি আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানাই ।

আমরা সার ডিলার নিয়োগ নীতিমালা-২০০৯, জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৮, জাতীয় জৈব কৃষি নীতি ২০১৬, সমন্বিত ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা-২০১৭, জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতি ২০২০, বাংলাদেশ উত্তম কৃষি চর্চা নীতিমালা ২০২০ সহ বিভিন্ন নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। সার-সেচসহ বিভিন্ন কৃষি উপকরণে ভরতুকি প্রদান করা হচ্ছে। কৃষি প্রণোদনা ও কৃষিঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। প্রায় ২ কোটি কৃষককে কৃষি উপকরণ সহায়তা কার্ড বিতরণ এবং প্রায় ১ কোটি কৃষকের ১০ টাকায় ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। আমরা কৃষিতে ই-কৃষির প্রবর্তন করেছি। কৃষি সেবাকে কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য তৈরি করেছি কৃষি বাতায়ন ।

“খাদ্য উৎপাদন ব্যবস্থা চালু রাখতে হবে, অধিক প্রকার ফসল উৎপাদন করতে হবে। খাদ্য নিরাপত্তার জন্য যা যা করা দরকার করতে হবে। এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদি না থাকে' এই নির্দেশনা পালনে কৃষিবিদগণের কর্মতৎপরতা প্রশংসার দাবি রাখে। আমরা বিদ্যমান কৃষিকে বাণিজ্যিক কৃষিতে রূপান্তরের অভিযাত্রায় কৃষি গবেষণা ও সম্প্রসারণ এবং নীতি-সহায়তা ও প্রণোদনা অব্যাহত রাখতে বদ্ধপরিকর।

আমাদের সরকারের কৃষি অনুকূল নীতি ও প্রণোদনায় কৃষক ও কৃষিবিদদের মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছি। কৃষিখাতভিত্তিক জাতীয় লক্ষ্য এবং পরিকল্পনাকে দীর্ঘমেয়াদি সংহত কৌশলের সঙ্গে সমন্বিত করে আপনাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখবেন বলে আমি প্রত্যাশা করছি। জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকবিলা করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতার স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে আমরা সক্ষম হব, ইনশাল্লাহ ।

আমি কৃষিবিদ দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 **জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/ইমা/২০২৩/১০৫৫ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৭

**বিশ্ব বেতার দিবসে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ২৯ মাঘ (১২ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি ‘বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৩’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে বেতারের শিল্পী, শ্রোতা, সম্প্রচারকারী ও কলাকুশলীসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

বেতার দিবসের এবছরের প্রতিপাদ্য 'বেতার ও শান্তি (Radio and Peace) '- ইউক্রেন-রাশিয়ার চলমান যুদ্ধে বিপর্যস্ত বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ এবং প্রাচীনতম গণমাধ্যম বাংলাদেশ বেতার। ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার যাত্রা শুরু করার পর থেকে এ অঞ্চলের মানুষের জীবন মানোন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষি উন্নয়ন, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, শিক্ষার মানোন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু ও মাতৃ মৃত্যুর হার হ্রাস, দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য বিশ্ব দরবারে তুলে ধরাসহ সার্বিক উন্নয়নে অনবদ্য ভূমিকা রেখে আসছে।

স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মহান মুক্তিযুদ্ধে দ্বিতীয় ফ্রন্ট হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, যা ১৯৭১ সালে আমাদের মহান মুক্তি সংগ্রামে অনন্য ভূমিকা রাখে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণ তৎকালীন স্বৈরশাসকের বাধা উপেক্ষা করে ৮ মার্চে বেতারে প্রচার মুক্তিকামী বাঙালিকে অনুপ্রাণিত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় বাংলাদেশ বেতার নিরলসভাবে এদেশের জনগণকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করে।

বাংলাদেশ বেতার বিনোদন ও তথ্য সমৃদ্ধ বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান এবং বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ সম্প্রচারের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়ায় একনিষ্ঠভাবে নিরন্তর সেবা পৌঁছে দিচ্ছে। একইসঙ্গে, সমসাময়িক ও যুগের চাহিদা মেটাতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে বর্তমানে অ্যাপ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ বেতারের সংবাদ ও অনুষ্ঠান ইন্টারনেটে দেশের পাশাপাশি বহির্বিশ্বের শ্রোতার কাছেও পৌঁছে যাচ্ছে। জনমানুষের কাছে নানা তথ্য পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতার রেখে চলেছে তার মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। আপামর জনতার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিনোদন ও জীবনমান উন্নয়নে বাংলাদেশ বেতার জড়িয়ে আছে নিবিড়ভাবে।

আওয়ামী লীগ সরকার গণমাধ্যমের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে। ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে দেশে প্রথম স্যাটেলাইট বেসরকারি টেলিভিশন চালুর অনুমতি দেয় আমাদের সরকার। তথ্য অধিকার নিশ্চিত করতে প্রণয়ন করা হয়েছে ‘তথ্য অধিকার আইন- ২০০৯'। এছাড়াও প্রণয়ন করা হয়েছে 'জাতীয় সম্প্রচার নীতিমালা-২০১৪'। বেসরকারি খাতে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো টেলিভিশন চ্যানেল, এফএম রেডিও এবং কমিউনিটি রেডিও। ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' উৎক্ষেপণের মাধ্যমে অডিও, ভিজ্যুয়ালসহ ইলেকট্রনিক যোগাযোগে এসেছে নতুন মাত্রা। দেশে গণমাধ্যম এখন ভোগ করছে পূর্ণ স্বাধীনতা।

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষায়, তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করতে, বৈচিত্র্য আনয়নে এবং দেশের সার্বিক উন্নয়নে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বেতারের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এছাড়াও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, সঠিক বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ ও প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত প্রচার এবং সৃজনশীল অনুষ্ঠান বেতারকে আরও বেশি সংখ্যক শ্রোতার কাছে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত।

স্বাধীনতার সুফল জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আওয়ামী লীগ সরকার নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আমার প্রত্যাশা- বাংলাদেশ বেতার সরকারের চলমান ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড মানুষকে অবহিত করা অব্যাহত রাখবে এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত 'স্মার্ট বাংলাদেশ' তথা জাতির পিতার আজীবন স্বপ্নের 'সোনার বাংলাদেশ' বিনির্মাণে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

আমি 'বিশ্ব বেতার দিবস-২০২৩' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

 **জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু**

 বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

ইমরুল/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/ইমা/২০২৩/১১২০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার পূর্বে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৫৪৬

**কৃষিবিদ দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

**ঢাকা,** ২৯ মাঘ **(** ১২ ফেব্রুয়ারি **) :**

রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ আগামীকাল ১৩ ফেব্রুয়ারি কৃষিবিদ দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন :

“কৃষিবিদ দিবস-২০২৩ উপলক্ষ্যে আমি দেশের সকল কৃষিবিদকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

কৃষি প্রধান বাংলাদেশের প্রধান চালিকা শক্তি কৃষি। অনাদিকাল থেকে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি শিক্ষা, গবেষণা, সম্প্রসারণ ও কৃষির উন্নয়নকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে স্বাধীন দেশের প্রথম বাজেটে কৃষি খাতে সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ রেখেছিলেন। জাতির পিতার প্রদর্শিত পথেই সরকার কৃষির সার্বিক উন্নয়নে নানামুখী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফলশ্রুতিতে আমরা এখন দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। পাশাপাশি শাকসবজি ও ফলমূলসহ মাছ, মাংস, দুধ ও ডিম ইত্যাদির ব্যাপক উৎপাদন জাতীয় পর্যায়ে দৈনন্দিন পুষ্টি চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। কৃষিতে তথ্যপ্রযুক্তি তথা ই-কৃষি আমাদের উন্নয়নের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফসল উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, বিপণনসহ প্রতিটি পর্যায়ে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ প্রয়োগ টেকসই কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অপরিকল্পিত নগরায়নের ফলশ্রুতিতে দেশে মাথাপিছু জমির পরিমাণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। মানুষের খাদ্য ও পুষ্টির চাহিদা পূরণে তাই কৃষি বিজ্ঞানীদের নতুন নতুন প্রযুক্তি এবং অধিক উৎপাদনশীল জাতের বীজ উদ্ভাবন, উচ্চ প্রোটিন সমৃদ্ধ মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ উৎপাদনে নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। পাশাপাশি কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, উৎপাদন ও বিপণনের ক্ষেত্রে জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক ও কীটনাশক ব্যবহারে সচেতন হওয়া আবশ্যক। বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঘোষিত “এক ইঞ্চি জমিও যেন অনাবাদী না থাকে” কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে আমি সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান জানাই। আমি আশা করি, কৃষিবিদগণ তাদের জ্ঞান, মেধা ও শ্রম দিয়ে রুপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে অবদান রাখবেন।

আমি ‘কৃষিবিদ দিবস- ২০২৩’ উপলক্ষ্যে গৃহীত অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

হাসান/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/শাম্মী/ইমা/২০২৩/১১৫০ ঘণ্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ